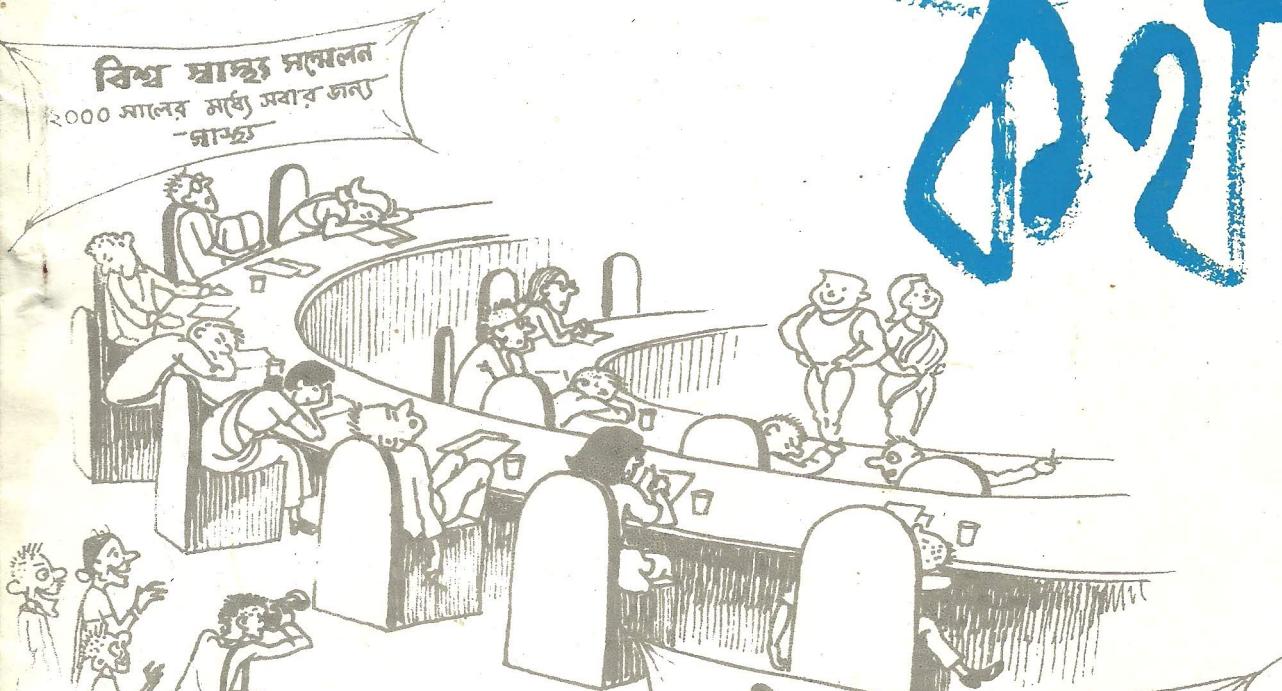


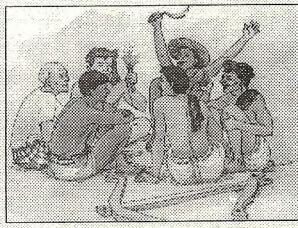
କୁଳା ଦେହା

ବର୍ଷ ୨ ସଂଖ୍ୟା ୧ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୯୭



ଚାର୍ଷ କଥା

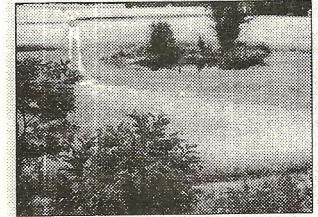
ବର୍ଷ ୨ ସଂଖ୍ୟା ୧, ଜାନୁଆରୀ ୧୯୯୭



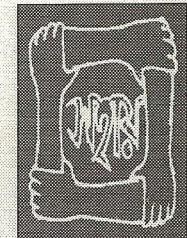
ଏକଟି ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗ

ସୁଯୋଗ ପେଲେ ସାଧାରଣ କୃଷକରାଇ କତ ସହଜେ ଏବଂ ସଫଳଭାବେ ଟେକସଇ କୃଷିକାଜେ ଏଗିଯେ ଯେତେ ପାରେ ସେଇ ଅଭିଜ୍ଞତାର କଥା, ବର୍ଣନା କରେଛେନ ଉତସାହୀ କୃଷକ ସ୍ଵପନ ମନ୍ଦଳ, ଏଇ ନିବନ୍ଧାଟିତେ। ■ ୨

ମୌଜା ଭିତ୍ତିକ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ



ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁର ଓ ଚବିଶ ପରଗନାଯ ବର୍ମାର ଅତିରିକ୍ତ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ, ଜୈବ କୃଷି ପଦ୍ଧତିର ସାହାୟ ନିଯେ ଜେଲାଗୁଲିର ଏକଫସଲୀ ଜମିଗୁଲିକେ ଦୋଫସଲୀ ବା ତିନଫସଲୀ କରା ଯାଏ । ସେଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରେଛେ ଡଃ ଶୁଭ୍ରତ ପାତ୍ର । ■ ୮



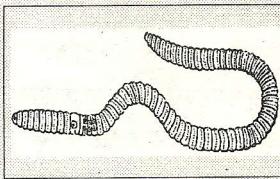
সହାୟ

ଆପନି କି ଉପସନେର କାଜ କରଛେ ।
ଶୁଦ୍ଧୁମାତ୍ର ଆପନାରାଇ ଜନ୍ୟ ବିଭାଗ ସହାୟ-
ଏ ଆଛେ ଆର୍ଥିକ ଓ ପ୍ରୟୁକ୍ତିଗତ ବିଷୟେ
ସାହାୟକରୀ ସଂସ୍ଥାର ଖବରାଖବର । ■ ୨୯

ଅ . ନ୍ୟ . ନ୍ୟ

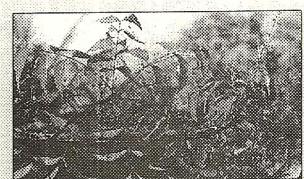
ସବେଦାର ଚାଷ	୬
ବେଡାର ରକମସକମ	୧୦
ରୋମେର ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ମେଲନ	୧୩
ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ମେଲନ ନା ପ୍ରହସନ	୧୫
କାଗଜେର ଖବର	୧୬
ଶୁଙ୍କୋ ଏଲାକାର ବାଗାନ	୧୮
ରୋଗ ସାରାତେ ଗାଛ ଗାଛଡା	୨୧
ଚାଷେର କଥା ଚାଷିର କଥା	୨୪
ବିହିପତ୍ର	୨୬
ଡାକ	୩୦

ପୃଥିବୀର ପୌଷ୍ଟିକ ନାଲୀ



ଚାଷେ କେଂଚୋର ଉପକାରିତା ଆମରା କମବେଶି ସକଳେଇ ଜାନି । କି ଜନ୍ୟ କେଂଚୋ ଆସେ, କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଲେ ମାଠେ ଥାକେ, କେନ ମାଠ ଥେକେ ଚଲେ ଯାଏ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟେ ବିଶେଦ୍ଜେ ଜାନିଯେଛେ ଡଃ ମହାଦେବ ପ୍ରାମାନିକ । ■ ୮

ଘରୋଯା ଚିକିତ୍ସା



ହାତେର କାଛେର ଜିନିସପତ୍ର ଦିଯେଇ ବେଶ
କିଛୁ ସାଧାରଣ ରୋଗ ସାରାନୋ ଯାଏ ।
ଘରୋଯା ଚିକିତ୍ସାର ସେଇ ସବ କଥାଇ
ତୁଳେ ଧରା ହେଁବେ ଏଇ ଲେଖାଟିତେ ।

■ ୧୯

CHASER KATHA,
QUARTERLY, JANUARY 1997
DECLARATION NO. 92/3.11.95

ପ୍ରାଚ୍ୟଦ : ମାନବ ପାଲ

ରାପାୟନ : ଅଭିଜିତ ଦାସ

ସମ୍ପାଦକ : ସୁଭ୍ରତ କୁମୁଦ

মৌজাভিত্তিক

জল সংরক্ষণ

ডঃ শুভ্রত পাণ্ডি

পূর্ব মেদিনীপুর ও চবিশ
পরগনায় বর্ষার অতিরিক্ত জল
সংরক্ষণ করে, জৈব কৃষি
পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে
জেলাগুলির একফসলী
জমিগুলিকে দোফসলী বা
তিনফসলী করা যায়। সেই কথা
আলোচনা করা হয়েছে এই
নিবন্ধটিতে।

নিজের জমিতে মালচিং, জৈব
সারের ব্যবহার, কভারক্রপ এবং পতিত চাষ
করা, শুধু মরশুমে জলের টানাটানিতেও
ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার দিক। কিন্তু সত্যিকারের
অর্থে জল আরও বেশি চাই। তারজন্য
মৌজাভিত্তিক বর্ষার জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা
করতে হবে। কারণ একাজে এখন আর খুব
বেশি পরিমাণে ভূগর্ভ জলের ওপর নির্ভর
করা যাচ্ছে না। তবে র্বার সংরক্ষণের ব্যবস্থা
জৈব পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে নিশ্চিন্তে
একফসলী জমিকে দোফসলী বা তিনফসলী
জমিতে রূপান্তরিত করা যায়।

কিন্তু আমরা কি দেখছি? জুনের
প্রথম দিকে বর্ষা এলো, চলতে থাকলো
সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর পর্যন্ত। এসময় জল
ইথে থে। মরা গাঁও বান এলো। সারা দেশ
ডুবে গেল। ডুবে গেল পুকুর খানা খন্দ
জমি। নীচু জমিগুলি জলে ডুবে থাকলো
নভেম্বর পর্যন্ত। তাই, জুন থেকে নভেম্বর
এই ছয় মাস জলে কষ্ট।

তারপর, ডিসেম্বর থেকে শুরু হল
জলের টান। জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, মার্চ,
এপ্রিল, মে যতদিন এগোতে থাকলো প্রাণ
হল ওষ্ঠাগত। খাওয়ার জলেও পড়ল টান।
চাষের জল পাই কোথা?

কিন্তু মালদা থেকে চবিশ পরগনা-
পূর্ব মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান পর্যন্ত বর্ষার
জলের অভাব নেই। ওই জায়গাগুলিতে গড়
বার্ষিক বৃষ্টিপাত্রের পরিমাণ প্রায় ১১০০-
১৭৫০ মি.মি। ওই সমস্ত জায়গায় বিশেষত
দক্ষিণ চবিশ পরগনা - পূর্ব মেদিনীপুরের
নীচু জমিগুলিতে মৌজা ভিত্তিক বর্ষার জল
সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে গিয়ে নতুন পুকুর
কাটা বা জলা ও নীচু জলমগ্ন জমির গভীরতা
বাড়াতে পাওয়া মাটিতে নীচু জমিগুলিকে
কিছুটা উঁচু করে একাধিক ফসল চাষের
ব্যবস্থা করা যায়। এঁটেল জমিগুলিও
এইভাবে জল সংরক্ষণ করা যায়।

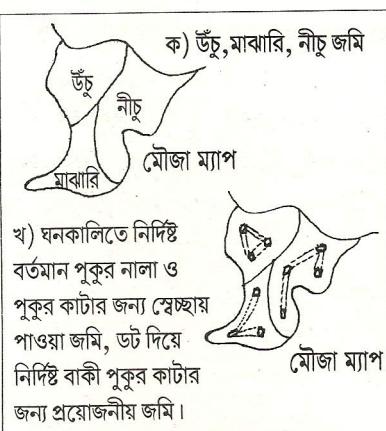
মেদিনীপুর ও চবিশ পরগনায়

উপকূলভাগের মাটির নীচের জল নোনা।
তাই ওইসব জায়গার জমিতে বর্ষার
অতিরিক্ত জল ধরে রাখার সময় গভীরতার
দিকটা খুব গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার।
পুকুরের গভীরতা যেন এমন না হয় যে
মাটির নীচের নোনা জলের সঙ্গে পুকুরের
সংরক্ষিত জলের সংযোগ ঘটে যায়।
পুকুরের গভীরতা আট-দশ ফুট হলে ভালো
হয়। এইরকম গভীরতা সম্পূর্ণ পুকুর মোট
কৃষিযোগ্য জমির পাঁচ ভাগের একভাগ হলে
ভাল হয়। অর্থাৎ যদি এক বিষা জমির চার
কাঠায় পুকুরের জল থাকে তবে ওই জলে
শুধু মরশুমের চাষ সম্ভব। এই কাজটি
করতে হবে অস্তত পুরো একটি মৌজাকে
নিয়ে। তবেই সংরক্ষিত জলে আপনাদের
মৌজায় কিছুটা বোরো চাষ করাও অসম্ভব
হবে না।

এই কাজটি কি তাবে সম্ভব?
প্রথমেই ভালো করে বুঝতে হবে যে এই
কাজটি একটি সমাপ্তিগত প্রক্রিয়ার ফল। তাই
মৌজাভিত্তিক একটি বেনিফিসিয়ারি বা
উপভোক্তা কমিটি গড়ে তুলতে হবে।
প্রথমে সেই কমিটি মৌজার একটি ম্যাপ
জোগাড় করবে। মৌজার বর্তমান পুকুর ও
নালাগুলিকে চিহ্নিত করবে।

যারা উপকৃত হবেন তাদের স্বেচ্ছায়
এগিয়ে আসতে হবে এবং লিখিতভাবে
জানাবেন যে তাদের কোন কোন দাগ
নম্বরের জমিগুলিতে পুকুর কাটিতে দেবেন।

বর্তমান পুকুর, নালা এবং পুকুর
কাটার জন্য স্বেচ্ছায় নির্দিষ্ট জমির পরিমাণ
পুরো মৌজার মোট চাষযোগ্য জমির
পরিমাণের একের পাঁচ অংশের বেশি বা
সমান হলে কোনও চিহ্ন নেই। তবে কম
হলে বাকী জমির জন্য তদ্বির করতে হবে।
তারপর, উঁচু, মাঝারি ও নীচু জমি হিসেবে
তিন প্রকৃতির জমিগুলির জন্য আলাদাভাবে
পুকুরের হিসেব করতে হবে। প্রয়োজনে
জমি অদলবদল করতে হবে। বাকী



চিত্র ১ : মৌজা ম্যাপে বর্ষার জল সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় দাগ নমুনগুলি চিহ্নিতকরণ

প্রয়োজনীয় জমিগুলিকে ডটলাইনের সাহায্যে চিহ্নিত করতে হবে।

পুরুরের জমিগুলি চিহ্নিত হয়ে গেলে মৌজাভিত্তিক কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে যে, ওই জমিগুলিতে পূর্ব মালিকানা সত্ত্ব বহাল থাকবে। মালিক পুরুরের জল চাষের জন্য বিনাপয়সায় দেবেন। নীচের দেড়ফুট জল তার নিজের মাছ, হাঁস ও মুক্তো চাষের কাজে লাগাবেন। তবে কখনোই মালিক জল বিক্রী করতে পারবেন না। কিছু বছর অন্তর পুরুরগুলির পাঁক পরিষ্কার করা ও সেই পাঁক বিনামূল্যে পাওয়া এবং জমিতে ছড়ানোর অধিকার কমিটির থাকবে; তারজন্য মালিককে অস্তত একবছর আগে জানানো হবে।

এ সম্পর্কে সমস্ত সিদ্ধান্ত স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও অঞ্চল পঞ্চায়েতকে দিয়ে গ্রাহ করিয়ে নিতে হবে এবং নতুন পুরুর কাটার জন্য পঞ্চায়েতের নিখিত অনুমতি নিয়ে রাখতে হবে। মৌজাভিত্তিক কমিটি সব সময় সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখবেন, কোন জমির মালিককে তারা স্বেচ্ছায় উচ্চ প্রকল্পে যোগদানের জন্য অনুরোধ করবেন। যে কোনও জমির মালিক যে কোনও অবস্থায় প্রকল্পটি থেকে বিযুক্ত হওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় রাখবেন। তবে তার জমির জন্য

কমিটি কোনও খরচ করলে তা তিনি মিটিয়ে দেবেন। এটি নিজেদের স্থায়ী জীবিকা বজায় রাখার একটি প্রধান অবলম্বন অর্থাৎ বর্ষার জল সংরক্ষণের মাধ্যমে ‘টেকসই কৃষি’ কে জলের জোগান দেওয়ার এক টেকসই উপায়। তাই সবকিছু বুঝে কোনও রকম জোর জবরদস্তির দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে স্বেচ্ছায় যোগদানকারী প্রতিটি সদস্যটি শক্তিশালী টেকসই মৌজাভিত্তিক কমিটি গড়ে তুলবেন। এইভাবেই অন্যান্য মানুষেরা উৎসাহিত হয়ে প্রকল্পের সদস্যপদ গ্রহণ করবেন।

পুরুরের জন্য জমিগুলির চিহ্নিতকরণ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে ম্যাপ অনুযায়ী বর্তমান পুরুর ও নালার পাঁক তুলে দিয়ে জমিতে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং সেগুলির প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে।

স্বেচ্ছায় পাওয়া জমিগুলিতে পুরুর কাটানোর ব্যবস্থা এখনই শুরু করা দরকার। কারণ আগামী বর্ষার অতিরিক্ত জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে এই শুরূ মরণশুরু।

নতুন পুরুর কাটানোর সময় জমির উপরের স্তরের ছয় ইঞ্চি মাটি আলাদা করে রাখতে হবে। বাকী নীচের দিকের মাটি নীচু ও মাঝারি জমিতে ছড়িয়ে দিয়ে তার ওপর ওই স্তরের মাটি ছড়িয়ে দিতে হবে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারণ আমাদের সব

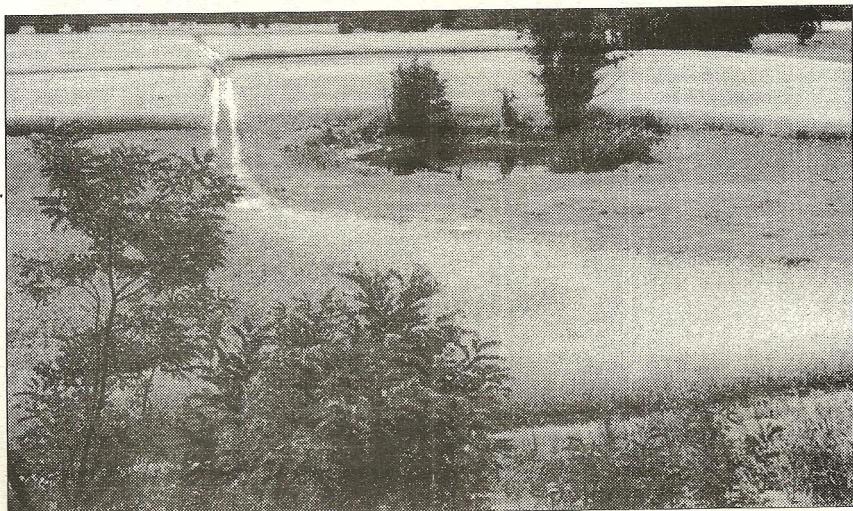
সময় মনে রাখতে হবে যে, উপরের স্তরের মাটি তৈরি হতে হাজার হাজার বছর সময় লেগেছে। তাই এই মাটিকে রাখতে হবে জমির উপরের ভাগে।

সূত্র - Panda, S 1987 Water Management Planning - A case study in a coastal mauza (contai III, Dist . Midnapore, West Bengal), M.Sc. Ag. (Soil and water Conservation) thesis, Bidhan Candra Krishi Viswavidyalaya, West Bengal.

Panda, S. and De, P. 1989 Hydrological balance approach for planning irrigation in coastal areas of contai, Midnapore, West Bengal. Proc. All India Seminar on “Role of Hydrology in Efficient Management of Irrigation System.” WBRC, Indian Association of Hydrologists. Calcutta, 19th and 20th May, 1989, Vol I.

Panda, S. 1994 Soil and water conservation in watershed. A lecture in training of Mitra and Gopal on 27.9.94 at Agriculture Training Centre, Lok Siksha Parishad, Ram Krishna Mission, Narendrapur for successful implementation of National Watershed Development Project for Rainfed Areas (N.W.D.P.R.A) organised by Sonarpur Panchayat Samity, P.O. Rajpur. South 24 Parganas, West Bengal.

Ryszkowski, L. 1995. Managing ecosystem services in agricultural landscapes. Nature & Resources, Vol. 31, No. 3. 1995. pp. 27-36,



Considering
the importance
of this article
it was republished
by office of the
Agricultural Development Officer,
Budgebudge -II Block,
South 24 Parganas district,
West Bengal
in 1997

বৃষ্টি নির্ভর অঞ্চলের জন্য
জাতীয় জলবিভাজিকা উন্নয়ন প্রকল্প

National Watershed Development Project
for Rainfed Areas (NWDPRA)



কৃষি উন্নয়ন আধিকারিকের করণ বজবজ ২নং ব্লক
থেকে প্রকাশিত এবং পঞ্চায়েত সমিতি দ্বারা প্রচারিত

DR. N. TRIVEDJ M. Sc. (Ag.), PhD.

DIRECTOR OF AGRICULTURE &
EX-OFFICEIO SECRETARY
AGRICULTURE DEPARTMENT

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRITERS' BUILDINGS
CALCUTTA - 700 001

Off. : 25-5601 Extn. 241
Phone : Direct : 25 5856
Resi : 351 0787

শ্রেষ্ঠ বার্তা

জাতীয় জলবিদ্যুতিকা প্রকাশন বাস্তব রূপায়নকে
সমন্বে রয়েছে সামগ্রিক কৃষি ও গ্রাম্যসম্পর্কে
লক্ষ্য একটি পৃষ্ঠক প্রকাশিত হবে জানতে পেরে
খুশি ইলাম। আশাকারি এই প্রকাশ রূপায়নে এই
পৃষ্ঠকটি কৃষকবঙ্গ, কৃষিকর্মী থেকে শুরু করে
প্রকাশন সাথে জড়িত সমস্ত ভারতীয় মানুষের কাছে
আনন্দনীয় হবে। এই পৃষ্ঠিকা প্রকাশন অগ্রণী
ভূমিকার জন্য কৃষি উন্নয়ন অধিকারিক এবং
পঞ্চায়তে সমিতি বজেজ ২৫ঁ স্লাকের প্রতি অমর
অন্তরিক শ্রেষ্ঠ বার্তা রাখিল।

ড: নিত্যানন্দ প্রিবেদী

কৃষি অধিকর্তা এবং পদাধিকার বলে সচিব,
কৃষি বিভাগ,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

সূচীপত্র

১	বজবজ ২নং ব্লকের কৃষি চিত্র
২	জলবিভাজিকা প্রকল্প ও পঞ্চায়েত
৩	জলবিভাজিকা ভিত্তিক উন্নয়ন
৪	মৌজাভিত্তিক জল সংবর্কণ
৫	বৃষ্টি নির্ভর অঞ্চলের জন্য জাতীয় জলবিভাজিকা প্রকল্প
৬	বৃষ্টি নির্ভর অঞ্চলের জন্য জাতীয় জলবিভাজিকা প্রকল্প
৮	বৃষ্টি নির্ভর অঞ্চলের জন্য জাতীয় জলবিভাজিকা প্রকল্প
১	শ্রীহিমাংশু পাঁজা
২	শ্রীপ্রফুল্ল কুমার মন্ডল
৩	ড: শুভেন্দু পাণ্ডা
৪	শ্রীআনন্দ কুমার মন্ডল
১২	শ্রীসুবীর সেনগুপ্ত
১৭	সনৎ চন্দ ও সঞ্জীব মজুমদার
২০	খৰি কৃষ্ণ দে
২২	শ্রীআনন্দ কুমার মন্ডল
২৩	বনবিভাগের সৌজন্যে
২৭	রেশম শিল্প বিভাগের সৌজন্যে
৩১	ডা: নিখিল কুমার মন্ডল
৩৮	শ্রীসঙ্গোষ চক্ৰবৰ্তী
৩৬	ডি. পি. সিনহা রায়
৩৯	দেবৱৰত চট্টৱাজ
৮১	শ্রীআনন্দ কুমার মন্ডল
৮৩	গোষ্ঠী ন্যায়বান
৮৭	শ্রীঅবনী ভূষণ মন্ডল
	পরিশিষ্ট
	বজবজ ২নং ব্লকের জলবিভাজিকা প্রকল্প—
	(১) অস্ত্রম পরিকল্পনার মানচিত্র (মায়াপুর বাওয়ালী)
	(২) নবম পরিকল্পনার মানচিত্র (সাতগাছিয়া)
	(৩) নবম পরিকল্পনার মানচিত্র (কালিনগর)

ମୌଜାଭିତ୍ତିକ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ

ଡଃ ଶୁଭବ୍ରତ ପାଣ୍ଡା

(ଚାମେର କଥା ପ୍ରକିକାର ମୌଜନ୍ୟ)

ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁର ଓ ଚବିଶ ପରଗନାଯ ବର୍ଷାର ଅତିରିକ୍ତ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ, ଜୈବ କୃଷି ପଦ୍ଧତିର ସାହାଯ୍ୟ ନିଯେ ଜେଲାଗୁଲିର ଏକଫ୍ରସଲୀ ଜମିଗୁଲିକେ ଦୋଫସଲୀ ବା ତିନଫସଲୀ କରା ଯାଏ । ସେଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରା ହେଲେ ଏହି ନିବର୍କଟିତେ ।

ନିଜେର ଜମିତେ ମାଲଚିଂ, ଜୈବ ସାରେର ବ୍ୟବହାର, କଭାରକ୍ରମ ଏବଂ ପତିତ ଚାଷ କରା, ଶୁଖା ମରଣ୍ଯେ ଜଳେର ଟାନାଟାନିତେ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଦିକ । କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟକାରେର ଅର୍ଥେ ଜଳ ଆରା ବେଶି ଚାଇ । ତାରଜନ୍ୟ ମୌଜାଭିତ୍ତିକ ବର୍ଷାର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣେର ବ୍ୟବହାର କରତେ ହେବ । କାରଣ ଏକାଜେ ଏଥିନ ଆର ଖୁବ ବେଶି ପରିମାଣେ ତୁଗର୍ଭ ଜଳେର ଓପର ନିର୍ଭର କରା ଯାଚେ ନା । ତବେ ବର୍ଷାର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଳେ ଜୈବ ପଦ୍ଧତିର ସାହାଯ୍ୟ ନିଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଏକଫ୍ରସଲୀ ବା ତିନଫସଲୀ ଜମିକେ ଦୋଫସଲୀ ବା ତିନଫସଲୀ ଜମିତେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରା ଯାଏ ।

କିନ୍ତୁ ଆମରା କି ଦେଖଛି ? ଜୁନେର ପ୍ରଥମ ଦିକେ ବର୍ଷା ଏଲୋ, ଚଲତେ ଥାକଲୋ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବା ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ଏସମୟ ଜଳ ତୈ-ତୈ । ମରା ଗାଁଙ୍ଗେ ବାନ ଏଲୋ । ସାରା ଦେଶ ଡୁବେ ଗେଲ । ଡୁବେ ଗେଲ ପୁକୁର ଖାନାଖନ୍ଦ ଜମି । ନୀଚୁ ଜମିଗୁଲି ଜଳେ ଡୁବେ ଥାକଲୋ ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ । ତାଇ, ଜୁନ ଥେକେ ନଭେମ୍ବର ଏହି ଛୟ ମାସ ଜଳେ କଟ ।

ତାରପର, ଡିସେମ୍ବର ଥେକେ ଶୁରୁ ହଲ ଜଳେର ଟାନ । ଜାନ୍ୟାରୀ, ଫେବ୍ରୁଯାରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ ଯତଦିନ ଏଗୋତେ ଥାକଲୋ ପ୍ରାଣ ହଲ ଓଟାଗତ । ଥାଓୟାର ଜଳେପ ପଡ଼ିଲ ଟାନ । ଚାମେର ଜଳ ପାଇଁ କୋଥା ?

କିନ୍ତୁ ମାଲଦା ଥେକେ ଚବିଶ ପରଗଣା ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁର, ବର୍ଧମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ଜଳେର ଅଭାବ ନେଇ । ଓହି ଜାଯଗାଗୁଲିତେ ଗଡ଼ ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତେର ପରିମାଣ ପ୍ରାଯ ୧୧୦୦ - ୧୭୫୦ ମିମି । ଓହି ସମସ୍ତ ଜାଯଗାଯ ବିଶେଷ ଦକ୍ଷିଣ ଚବିଶ ପରଗଣା—ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁରେର ନୀଚୁ ଜମିଗୁଲିତେ ମୌଜା ଭିତ୍ତିକ ବର୍ଷାର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣେର ବ୍ୟବହାର କରତେ ଗିଯେ ନତୁନ ପୁକୁର କାଟା ବା ଜଳା ଓ ନୀଚୁ ଜଳମଘ ଜମିର ଗଭୀରତା ବାଡ଼ାତେ ପାଓୟା ମାଟିତେ ନୀଚୁଜମିଗୁଲିକେ କିଛୁଟା ଉଁଁଚୁ କରେ ଏକାଧିକ ଫ୍ରେଶ ଚାମେର ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଏ । ଏଂଟେଲ ଜମିଗୁଲିଓ ଏହିଭାବେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରା ଯାଏ ।

ମେଦିନୀପୁର ଓ ଚବିଶ ପରଗଣାଯ ଉପକୂଳଭାଗେର ମାଟିର ନୀଚେର ଜଳ ନୋନା । ତାଇ ଓହିର ଜାଯଗାଯ ଜମିତେ ବର୍ଷାର ଅତିରିକ୍ତ ଜଳ ଧରେ ରାଖାର ସମୟ ଗଭୀରତାର ଦିକଟା ଖୁବ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଯେ ଦେଖା ଦରକାର । ପୁକୁରେର ଗଭୀରତା ଯେଣ ଏମନ ନା ହୁଯ ଯେ ମାଟିର ନୀଚେର ନୋନା ଜଳେର ସଙ୍ଗେ ପୁକୁରେର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଳେର ସଂଯୋଗ ସଟେ ଯାଏ । ପୁକୁରେର ଗଭୀରତା ଆଟ-ଦଶ ଫୁଟ ହଲେ ଭାଲୋ ହୁଯ । ଏହିରକମ ଗଭୀରତା ସମ୍ପର୍କ ପୁକୁର ମୋଟ କୃଷିଯୋଗ୍ୟ ଜମିର ପାଁଚ ଭାଗେର ଏକଭାଗ ହଲେ ଭାଲ ହୁଯ । ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଏକ ବିଧା ଜମିର ଚାର କାଠୀଯ ପୁକୁରେର ଜଳ ଥାକେ ତବେ ଓହି ଜଳେ ଶୁଖା ମରଣ୍ୟେର ଚାଷ ସଞ୍ଚବ । ଏହି କାଜଟି କରତେ ହବେ ଅନ୍ତତ ପୁରୋ ଏକଟି ମୌଜାକେ ନିଯେ । ତମେଇ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଳେ ଆପନାଦେର ମୌଜାଯ ବୋରୋ ଚାଷ କରାଓ ଅନ୍ତବ ହବେ ନା ।

ଏହି କାଜଟି କି ଭାବେ ସଞ୍ଚବ ? ପ୍ରଥମେଇ ଭାଲୋ କରେ ବୁଝାତେ ହବେ ଯେ ଏହି କାଜଟି ଏକଟି ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ପ୍ରକିଯାର ଫଳ । ତାଇ ମୌଜାଭିତ୍ତିକ ଏକଟି ବେନିଫିସିଯାରି ବା ଉପଭୋକ୍ତା କମିଟି ଗଡ଼େ ତୁଳାତେ ହବେ । ପ୍ରଥମେ ସେଇ କମିଟି ମୌଜାର ଏକଟି ମ୍ୟାପ ଜୋଗାଡ଼ କରବେ । ମୌଜାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁକୁର ଓ ନାଲାଗୁଲିକେ ଚିହ୍ନିତ କରବେ ।

ଯାରା ଉପକୃତ ହବେନ ତାଦେର ସ୍ଵେଚ୍ଛାୟ ଏଗିଯେ ଆସତେ ହବେ ଏବଂ ଲିଖିତଭାବେ ଜାନାବେନ ଯେ ତାଦେର କୋନ କୋନ ଦାଗ ନସ୍ବରେର ଜମିଗୁଲିତେ ପୁକୁର କାଟିତେ ଦେବେନ ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁକୁର, ନାଲା ଏବଂ ପୁକୁର କାଟାର ଜନ୍ୟ ସ୍ଵେଚ୍ଛାୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜମିର ପରିମାଣ ପୁରୋ ମୌଜାର ମୋଟ ଚାଷଯୋଗ୍ୟ ଜମିର ପରିମାଣରେ ଏକେର ପାଁଚ ଅଂଶେର ବେଶି ବା ସମାନ ହଲେ କୋନୋ ଚିନ୍ତା ନେଇ । ତବେ କମ ହଲେ ବାକୀ ଜମିର ଜନ୍ୟ ତଦ୍ଵିର କରତେ ହବେ । ତାରପର, ଉଁଁଚୁ, ମାର୍କାରି ଓ ନୀଚୁ ଜମି ହିସେବେ ତିନ ପ୍ରକତିର ଜମିଗୁଲିର ଜନ୍ୟ ଆଲାଦାଭାବେ ପୁକୁରେର ହିସେବ କରତେ ହବେ । ପ୍ରୋଜନେ ଜମି ଅଦଲବଦଳ କରତେ ହବେ । ବାକୀ ପ୍ରୋଜନୀୟ ଜମିଗୁଲିକେ ଡଟଲାଇନେର ସାହାଯ୍ୟ ଚିହ୍ନିତ କରତେ ହବେ ।

পুকুরের জমিগুলি চিহ্নিত হয়ে গেলে মৌজাভিত্তিক কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে যে, ওই জমিগুলিতে পূর্ব মালিকানা সত্ত্ব বহাল থাকবে। মালিক পুকুরের জল চাষের জন্য বিনাপয়সায় দেবেন। নীচের দেড়ফুট জল তার নিজের মাছ, হাঁস ও মুক্তো চাষের কাজে লাগাবেন। তবে কখনোই মালিক জল বিক্রী করতে পারবেন না। কিছু বছর অন্তর পুকুরগুলির পাঁক পরিষ্কার করা ও সেই পাঁক বিনামূল্যে পাওয়া এবং জমিতে ছড়ানোর অধিকার কমিটির থাকবে; তারজন্য মালিককে অন্তত একবছর আগে জানানো হবে।

এ সম্পর্কে সমস্ত সিদ্ধান্ত স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত এ অঞ্চল পঞ্চায়েতকে দিয়ে গ্রাহ করিয়ে নিতে হবে এবং নতুন পুকুর কাটার জন্য পঞ্চায়েতের লিখিত অনুমতি নিয়ে রাখতে হবে। মৌজাভিত্তিক কমিটি সব সময় সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখবেন, কোন জমির মালিককে তারা ষেচ্ছায় উক্ত প্রকল্পে যোগদানের জন্য অনুরোধ করবেন। যে কোনও জমির মালিক যে কোনও অবস্থায় প্রকল্পটি থেকে বিযুক্ত হওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা বজায় রাখবেন। তবে তার জমির জন্য কমিটি কোনও খরচ করলে তা তিনি মিটিয়ে দেবেন। এটি নিজেদের স্থায়ী জীবিকা বজায় রাখার একটি প্রধান অবলম্বন অর্থাৎ বর্ষার জল সংরক্ষণের মাধ্যমে ‘টেকসই কৃষি’ কে জলের জোগান দেওয়ার এক টেকসই উপায়। তাই সবকিছু বুঝে কোনওরকম জোর জবরদস্তির দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে ষেচ্ছায় যোগদানকারী প্রতিটি সদস্যই শক্তিশালী টেকসই মৌজাভিত্তিক কমিটি গড়ে তুলবেন। এইভাবেই অন্যান্য মানুষেরা উৎসাহিত হয়ে প্রকল্পের সদস্যপদ গ্রহণ করবেন।

পুকুরের জন্য জমিগুলির চিহ্নিতকরণ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে ম্যাপ অনুযায়ী বর্তমান পুকুর ও নালার পাঁক তুলে দিয়ে জমিতে ছাড়িয়ে দিতে হবে এবং সেগুলির প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে।

ষেচ্ছায় পাওয়া জমিগুলিতে পুকুর কাটানোর ব্যবস্থা এখনই শুরু করা দরকার। কারণ আগামী বর্ষার অতিরিক্ত জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে এই শুরু মরশ্ডেই।

নতুন পুকুর কাটানোর সময় জমির উপরের স্তরের ছয় ইঞ্চি মাটি আলাদা করে রাখতে হবে। বাকী নিচের দিকের মাটি নীচু ও মাঝারি জমিতে ছাড়িয়ে দিয়ে তার ওপর ওই স্তরের মাটি ছড়িয়ে দিতে হবে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কারণ আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে, উপরের স্তরের মাটি তৈরি হতে হাজার হাজার বছর সময় লেগেছে। তাই এই মাটিকে রাখতে হবে জমির উপরের ভাগে।

সূত্র — Panda, S 1987 Water Management Planning - A case study in a coastal mauza (contai III, Dist. Midnapore, West Bengal), M.Sc. Ag. (Soil and water conservation) thesis, Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya, West Bengal.

Panda, S. and De, P. 1989 Hydrological balance approach for planning irrigation in coastal areas of contai, Midnapore, West Bengal, Proc. All India Seminar on “Role of Hydrology in Efficient Managemet of Irrigation System.” WBRC, Indian Association of Hydrologists, Calcutta, 19th and 20th May, 1989, Vol I.

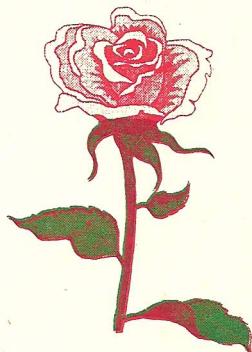
Panda, S. 1994 Soil and water conservation in watershed. A lecture in training of Mitra Kishan and Gopal on 27.9.94 at Agriculture Training Centre, Lok Siksha Parishad, Ram Krishna Mission, Narendrapur for successful implementation of National Watershed Development Project for Rainfed Areas (N.W.D.P.R.A) organised by Sonarpur Pnachayat Samity, P.O. Rajpur, South 24 Parganas, West Bengal.

Ryszkowski, L. 1995. Managing ecosystem services in agricultural landscapes, Nature & Resources, Vol. 31, No. 3. 1995 pp. 27-36.



‘কৃষ্ণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বানী- লাগি কান পেতে আছি।’

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



ঃ কম্পোজ ও মুদ্রনে ঃ

কম্পিউটার ওয়াল্ড, ৫৬ সেন্ট্রাল রোড, যাদবপুর, কলিকাতা - ৭০০ ০৩২